[Title]

[Document subtitle]

শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল মাকদিসি (হাফিযাহুল্লাহ)

-এর পক্ষ থেকে জবাব

প্রকাশ

২০ রাবিউস সানি, বুধবার ১৪৩৬ (হিজরী)
১১ই ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ঈসায়ী

প্রশ্ন

ফিলিপাইনের জিহাদী গ্রুপের উপর - আবু বকর বাগদাদির হাতে বাইয়াত দেওয়া কি ওয়াজিব?

ফিলিপাইনের মুসলমানদের পক্ষ থেকে বায়আতের ওয়াজিব হওয়া, না হওয়া প্রসঙ্গে

শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল মাকদিসি (হাফিযাহুল্লাহ)

-এর নিকট প্রশ্ন ও শাইখের পক্ষ থেকে জবাব

www.tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=8359

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

শাইখ আবু মুহাম্মদ আল মাকদিসীর (হাফিজাহুল্লাহ) নিকট আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে খেলাফতের বায়আতকে কেন্দ্র করে,আমরা ফিলিপাইনে আপনাদের মুজাহিদ ভাই , যারা ... . নামে প্রসিদ্ধ। আমরা জানতে চাচ্ছি যে, **"বর্তমানে আবু বকর বাগদাদির হাতে আমাদের বাইয়াত কি ওয়াজিব?"**

উল্লেখ্য, ফিলিপাইন কিছু জিহাদী গ্রুপ খলিফা হিসেবে আবু বকর আল বাগদাদিকে বায়আত দিয়েছে।

উত্তর দিয়ে আমাদের উপকৃত করবেন।

আপনাদের ভাই আবু....................

শাইখ মাকদিসি(হাফিজাহুল্লাহ)এর জবাব:

সকল প্রসংশা আল্লাহর জন্য। দুরুদ-সালাম আল্লাহর রাসুলের জন্য। অতপর....

“নিজ জায়গায় অবস্থানকালে আপনাদের উপর বায়আত ওয়াজিব নয়।
না, আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর) হাফি (:এর জন্যে,
আর না ককেশাসের আমীর আবু মুহাম্মদ আদ দাগিস্তানীর জন্যে,
এবং বায়আত ওয়াজিব নয়‘ দাওলাতুল ইসলাম ফিল ইরাক ওয়াশ শাম ’[isis] এর আমীর
আবু বকর আল বাগদাদীর জন্যে”

কেননা উল্লেখিত কোন আমীরই আপনাদের দেশের শাসক নয়। অথবা আপনাদের দেশের কোনো অংশের শাসকও নয়। আর আপনাদের উপর কোনো গভর্নর নির্ধারনের (তামকীন) ক্ষমতাও রাখেন না। আপনাদের অধিকারসমূহ যা আমীর সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব, তা আদায় করতে তারা সক্ষম নন। এ ধরনের বায়আতে ইমারতের যে অধিকার ও ফলাফল হওয়ার কথা, তা বাস্তবায়ন হয় না। কেননা আপনাদের নিকট নিজ দেশে তার (ইমারতের) অস্তিত্বই মজুদ নেই, আর না আছে তৎসংশ্লিষ্ট কোন ক্ষমতা।

জ্ঞানগত ও উপলব্ধিগতভাবে আপনাদের কাছে এ ধরনের কিছুর অস্তিত্বই নেই। অথচ এটা একটা উপলব্ধিগত বিষয়। আর উপলব্ধিগত বিষয় নিয়ে কেউ বিতর্ক

করে না। উম্মাদ ও বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যাতীত অন্য কেউ এই ব্যাপারে দলীল তালাশ করে না।

এমন ইমারত ও খেলাফত সম্পর্কিত মাসআলা যার কোনো ফলাফল বা কার্যক্রম নেই তার কি মূল্য থাকতে পারে??!!

তবে এই বাইয়াত আপনাদের ঐক্যবদ্ধ কাতারে ফাটল সৃষ্টি ব্যতীত আর কিইবা সুফল বয়ে আনতে পারে? যা আপনাদের জামাতের নেতৃত্বকে ছোট ছোট দল-উপদলে বিভক্ত করে দেবে !

উল্লেখিত আমীরসমূহের নেতৃত্বে যে বায়আতবদ্ধ হতে চায়, সে যেনো তাদের শাসনাধীন ভূমিতে চলে যায়। আর যারা দূর থেকে বায়আত দিয়ে নিজেদের ভাইদের ঐক্যবদ্ধতায় ফাটল সৃষ্টি করে, নিজেদের মধ্যে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দল-উপদলের প্রয়াস চালায় আর নিজেদের মধ্যে ফেতনা সৃষ্টি করে, এর জন্য না খিলাফাহ , আর না ইমারাহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। **খিলাফতের লক্ষ্য হচ্ছে:**

মুসলমানদের এক কাতারে ঐক্যবদ্ধ করা, এক কালিমায় জড়ো করা এবং পরস্পরের অনৈক্য এবং মতবিরোধ দূর করা।

আর এ জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সমস্ত বিষয়গুলোকে কার্যকর করার উপদেশ দিয়েছেন। এমনকি শরয়ীভাবে ইমারত ওয়াজিব না হওয়া সত্ত্বেও। আর ইমারতের এ ফলাফল অকার্যকর হবে না এমনকি ইমারতের অস্তিত্ব বিলীন হলেও। আর এ বিষয়গুলো ব্যতীত ইমারতের কোনো মূল্য নাই, বরং যখন এ ফলাফল বাতিল ও অকার্যকর হবে তখন তা মুসলমানদের উপর আপদ হিসেবে আপতিত হবে।

এ কারনে যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুআ'য ও আবু মুসা আশআরী (রাদিয়াল্লাহ আনহুমা) এ দু'জনকে ইয়ামেনে পাঠালেন তখন তিনি আমিরের পদ স্থাপন করাকে ওয়াজিব করেননি বরং তাদের উপদেশ দিয়েছেন ঐ সমস্ত বিষয় ও জিনিসকে কার্যকর করতে যা ইমারত সংগঠিত হবার পর সংশ্লিষ্ট হয়। তিনি (উভয়কে) বলেছেন,

"তোমরা অনুগত থাকবে, মতবিরোধ করবে না"

যখন আমরা নিজেদের কাতারে অনুগত থাকব, আল্লাহর শরীয়তকে আকড়ে ধরব এবং দলছুট ও ঝগড়াটে জামাত থেকে দূরে থাকব তখন ইমারতের ফলাফল বাস্তবায়ন হবে। আর ঐ বিষয়ই বাস্তবায়ন হবে যে বিষয়ের জন্য তা (ইমারত) শরীয়াতবদ্ধ হয়েছে। সুতরাং-

"আমরা আমাদের ওয়াজিবকে আদায় করব, আর ইমারতের চুড়ান্ত লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করব"

আর যদি আমরা ঐ সমস্ত বিষয় কার্যকর না করি, আর আমীরের অগ্রাধিকার, বায়আত, তার নাম, পদবী, বংশ ইত্যাদি বিতর্কে লিপ্ত হয়ে যাই, তাহলে এ আমীর কে যার কারনে আমরা আমাদের নিজেদের মধ্যে শুধু মতবিরোধ, বিতর্ক ও বিচ্ছিন্নতাই বাড়াচ্ছি!!

এ কারণে বলছি যে, **আপনাদের উপর ওয়াজিব হল,**

ইমারত প্রতিষ্ঠার চুড়ান্ত ফলাফল ও লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে কার্যকর করা

আর এর মৌলিক বিষয় হলোঃ

১. এক তাওহীদের কালিমা ও আল্লাহভীতিকে কেন্দ্র করে মুসলিম জীবন পদ্ধতিতে একতা এবং ঐক্যবদ্ধতা আর নিজেদের মধ্যে সংশোধন করা।

২. আপনাদের আমীরের হুকুম শোনা ও তা মানা।

৩. বিচ্ছিন্নতার পথ ও তাদের বায়আতের দাবী পরিহার করা, যাদের না আপনাদের উপর কোন কর্তৃত্ব রয়েছে আর না আপনাদের ভূমির উপর।

আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেনো আপনাদেরকে ঐ বিষয়ে ঐক্যমত করে দেন ,যে বিষয়ে তিনি রাজি-খুশি হন। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ, এবং তার পরিবারবর্গ ও সমস্ত সাহাবাদের উপর।

সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের।